তারিখ ... 15 NOV 2010
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২

যুগান্তর

সমস্যার ঘেরাটোপে বন্দি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

শাওন খান, *বরিশাল ব্যুরো*

কেবল সমস্যা আর সমস্যা। বলা যায়, সমস্যার ঘেরাটোপে বন্দি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। এভাবেই চলে গেছে পাঁচ বছর। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত নিজস্ব ক্যান্টিন হয়নি। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খাবার সংগ্রহের উৎস সংকট একটি বড় সমস্যা। খাবারের জন্য ছুটতে হয় আট কিলোমিটার দূরের নগরীতে। এছাড়া আবাসন, পরিবহন, গ্রন্থাগার, ডরমেটরি, শ্রেণীকক্ষ, এমনকি এখনও সীমানা প্রাচীর না হওয়ায় বহুবিধ সংকটে বিড়ম্বনার শিকার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। ভিসি অবশ্য বলছেন, চেষ্টা চলছে, শিগগিরই মিটে যাবে সব সমস্যা।

বরিশাল নগরী থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। নির্জন-নিরিবিলি এলাকা। বলা চলে বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরেই গড়ে উঠছে নতুন জনপদ। তাই অনেক কিছুরই অভাব। চারিদিকে কেবল নেই আর নেই। সেই তালিকায় রয়েছে ভালো মানের খাবার হোটেলও। ক্যাম্পাসে নিজস্ব ক্যান্টিন না থাকায় খাবারের জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্ভোগের শেষ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অনুষদের ১৮টি বিভাগের প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীসহ অন্যদের খাবারের জন্য ছুটতে হয় বরিশাল নগরীতে। মার্কেটিং বিভাগের ৮ম সেমিস্টারের ছাত্র অনিক বলেন, 'ক্যাম্পাসে কোনো ক্যান্টিন না থাকায় আমাদের অনেক দূরে গিয়ে নাস্তা করতে হয়। নাস্তা করে ফিরে আসতে আসতে অনেক ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

সমস্যার ঘেরাটোপে বন্দি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সময় ক্লাস মিস হয়।' বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ক্যাম্পাসে ক্যান্টিন নির্মাণের কাজ চলছে। তবে কাজের গতি মন্থর। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'কাজে অগ্রগতি নেই, কথাটি সঠিক নয়। ঠিকাদার নিয়ে কাজ করালে একটু সমস্যা তো হয়ই। শুধু ক্যান্টিন ভবন নয় আমরা বাকি প্রত্যেকটি ভবনের নির্মাণ কাজের তদারকি করছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসন এবং পরিবহন সংকটও চরম আকার ধারণ করেছে। যার প্রভাব পড়েছে শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাজে। এখানে বিভিন্ন সেক্টরে ১১টি ভবন নির্মিত হওয়ার কথা। কিন্তু প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবন ছাড়া বাকি নয়টির কাজ অসম্পন্ন রয়েছে। আবাসন সংকটের কারণে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা। নগরীর বাংলাবাজার এলাকার নিউ হাউজ রোডে ভাড়া বাসায় থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী মিরাজ জানান, ৫ বছর পার হলেও কোনো আবাসিক হল চালু করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। ছেলেরা না হয় কোনোভাবে ম্যানেজ করে চালিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু মেয়েদের দুরবস্থার কথা বলে বোঝানো যাবে না। এখানকার ৬টি অনুষদের অধীনে ১৮টি ডিপার্টমেন্টে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর যাতায়াতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহন পুলে রয়েছে মাত্র ৬টি বাস। ৪টি (২টি মিনিবাস) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব হলেও বাকি ২টি ভাড়ায় চালিত। বাসগুলো নিয়মিত ২টি রুটে যাতায়াত করে। ৬টি বাসে পরিবহন সমস্যার অর্ধেকও সামাল দেয়া সম্ভব হয় না। এছাড়া শিক্ষকদের পরিবহনের জন্য একটি বাস ও ২টি মাইক্রোবাস থাকলেও তা যথেষ্ট নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র সমীর বলেন, নগরী থেকে স্থায়ী ক্যাম্পাসের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য নিজস্ব বাসে সিট মেলে না। ধারণক্ষমতার দ্বিগুণ শিক্ষার্থী গাদাগাদি করে যাতায়াত করে। অনেকে ব্যক্তিমালিকানাধীন পরিবহনে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করে। তার ওপর বাসের ভাড়া নিয়ে বিতণ্ডা লেগেই থাকে। কয়েকবার শিক্ষার্থী-বাস শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। পরিস্থিতি ধর্মঘটে গড়িয়েছে। এ ছাড়া গ্রন্থাগার ভবন, ভিসি ভবন, ক্যাফেটারিয়া ও ডরমেটরির কাজও অসম্পূর্ণ। এগুলোর কাজ কবে শেষ হবে জানাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এসএম ইমামুল হক বলেন, 'সব মিলিয়ে সমস্যার মধ্যে থেকেই কাজ করতে হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি লাঘবে আমি যোগদানের পর থেকেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগে তাগিদ দিচ্ছি।'